বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(সিভিল অ্যাপীলেট জুরিজডিকশান)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব শরীফ উদ্দিন চাকলাদার
এবং
বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

প্রথম আপীল নং ৩২/১৯৯৫

আলাউদ্দিন ভূঁইয়ার মৃত্যুতে মোঃ নাসিরউদ্দিন ভূঁইয়া
গং ও অন্যান্য ------- বাদী-আপীলকারীগণ।
- বনাম-
বাংলাদেশ সরকার গং
-----বিবাদী-প্রতিবাদীগণ।

জনাব ইদ্রিস খান সঙ্গে
জনাব মোঃ খুরশিদ আলম খান, এ্যাডভোকেটদ্বয়
-----আপীলকারীগণপক্ষে।
বাবু এস, এস, সরকার, ডি,এ,জি
---প্রতিবাদীগণপক্ষে।
শুনানী ঃ নভেম্বর ১৯ ও ২০, ২০১২ খ্রিঃ
রায় প্রদানঃ নভেম্বর ২৮, ২০১২ খ্রিঃ

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

অত্র আপীলটি উদ্ভব হইয়াছে চাঁদপুরের বিজ্ঞ সাব জজ বর্তমানে যুগ্ম জেলা জজ প্রথম আদালত এর দেওয়ানী ১০/১৯৯৩ নং মোকদ্দমায় প্রচারিত ১২/১০/১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখের তর্কিত রায় এবং ১৯/১০/১৯৯৪খ্রিঃ তারিখে স্বাক্ষরিত ডিক্রির বিরুদ্ধে যে, রায় এবং ডিক্রিমূলে বাদীপক্ষের মোকদ্দমা খারিজ করা হইয়াছে।

সংক্ষেপে মোকদ্দমার ঘটনা এই যে, আপীলকারীগণ বাদীপক্ষ হিসাবে নালিশী সম্পত্তিতে রায়তী স্বত্ব ঘোষণার ডিক্রির প্রার্থনায় চাঁদপুর সাব জজ বর্তমানে যুগ্ম জেলা জজ প্রথম আদালতে দেওয়ানী ১০/১৯৯৩ নং মোকদ্দমা দায়ের করেন।

বাদীপক্ষের আর্জি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, জেলা-চাঁদপুর, থানা-চাঁদপুর সদর এলাকাধীন ২১ নং কল্যান্দি মৌজার ১৩৬ নং তৌজির সি,এস, ২০২ নং খতিয়ান ভূক্ত মোট ৫২.১৩ একর ভূমিতে আজিজুল্লা খাঁ গং অধীনে নিম্ন হাওলা স্বত্বে ------ ১-৩নং বাদীগণের পূর্ববর্তী জালাল উদ্দিন ভূঁইয়া------- অংশ রুহুল আমিন ভূঁইয়া------অংশ, নরুজ্জামান ভূঁইয়া----- অংশ দখলকার থাকাবস্থায় উক্ত ১৩৬ নং তৌজি বকেয়া রাজস্বের দায়ে নিলামে উঠিলে তৎকালিন পূর্বপাকিস্তান সরকারের কালেক্টর বিগত ২৬/০৬/১৯৫০ খ্রিঃ তারিখে নিলাম খরিদ করে। তদাবস্থায় প্রজা স্বত্বাধিকারী তথা নিম হাওলা স্বত্বে দখলকারগণকে নিজ নিজ হিস্যা প্রাপ্ত বাবদ সরকারী সেরেস্তায় নাম জারী করিয়া নেওয়ার জন্য আহবান করিলে বাদীগণের পুর্ববর্তী অন্যতম নিম হাওলার দখলকারী মৃত জালাল উদ্দিনের ভূঁইয়া, রুহুল আমিন ভূঁইয়া এবং নরুজ্জামান ভূঁইয়া উত্তরাধিকারীগণ ওয়ারিশ সুত্রে নিম হাওলায় দখলীয় স্বত্বে মোট ---------- অংশে প্রাপ্ত নালিশী নিম্ন তপছিল ভুমি বাবদ সরকারী ঘোষণা মোতাবেক নামজারী করিয়া পাওয়ার আবেদন করিলে তৎকালিন ত্রিপুরা খাস মহল অফিসে ১৯৫৩-৫৪ খ্রিঃ সনের ৯৮৯ নং সেটেলমেন্ট কেইস তালিকাভূক্ত হইয়া সরজমিনে তদন্তে দখল পাইয়া কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া বাদী পক্ষের পূর্ববর্তী গণের দখলীয় নালিশী নিম্ন তপছিল ভূমি বাবদ ২০২ নং খতিয়ান হিসাবে পৃথক জমা বন্দী করিয়া অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিলে তৎকালিন খাস মহল অফিসার ত্রিপুরা বিগত ১০/১১/৫৬ খ্রিঃ তারিখের আদেশ মূলে তাহা অনুমোদন করেন। সেমতে বাদীগণের পূর্ববর্তী রুহুল আমিনগং সরকারী সেরেস্তায় খাজনাদি আদায়ে দাখিলা প্রাপ্তে পূর্ববর্তী ক্রমে অন্যের নিরাপত্তে ৬০ বৎসরের বহু উর্ধেকাল যাবত বসত বাড়ীতে গৃহাদি রাখিয়া এবং পুকুরে মাছের চাষ করিয়াও পানি ব্যবহার করিয়া বাগান ভূমিতে গাছ গাছড়া লাগাইয়া এবং চাষী ভূমিতে চাষ বাইন করিয়া নির্বিবাদে

দখলকার থাকে। তদাবস্হায় জালাল উদ্দিন ভূঁইয়ার মৃত্যুতে ১-৩নং বাদীগণ ওয়ারিশ হিসাবে তাঁহার ত্যাজ্য বিত্তে রুহুল আমিন ভূঁইয়া লোকান্তরে ৪-১১নং বাদীদের তৎওয়ারিশ সূত্রে ত্যাজ্য ভূমিতে, নুরুজ্জামান ভূঁইয়া লোকান্তরে ১২-১৭নং বাদীগণ তৎওয়ারিশ সূত্রে তৎত্যাজ্য ভূমিতে এবং আঃ লতিফ ভূঁইয়া লোকান্তরে ১৮-২৫ নং বাদীগণ তৎওয়ারিশ সূত্রে তৎত্যাজ্য ভূমিতে বাদীগণ মৃত জালাল উদ্দিন ভূঁইয়ার, রুহুল আমিন ভূঁইয়া এবং নুরুজ্জামান ভূঁইয়ার ওয়ারিশ ও জের ওয়ারিশ হিসাবে নালিশী নিম্ন তপছিল ভূমিতে পুরুষানুক্রমে শতাধিক বৎসরের উর্ধকাল যাবত উত্তম রায়তী স্বত্ব প্রবলে ও বহালে খাজনা, ট্যাক্স ইত্যাদি আদায়ে মালিক দখলকার বিদ্যমান হয়ও আছেন।

সি,এস,জরিপী ২০২ নং খতিয়ান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদীগণের পূর্ববর্তী জালাল উদ্দিন ভূঁইয়া গং আজিজুল্লা খাঁ গং অধীনে নিম হাওলা স্বত্বে দখলকার থাকাবস্হায় ১৩৬ নং তৌজি নিলাম হইয়াছে এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার পক্ষে কালেক্টর নিলাম খরিদ করিয়াছেনে। তৌজি নিলাম দ্বারা উপরস্হ স্বত্ব তথা খাজনা আদায়ী স্বত্ব নিলাম হইয়াছে এবং তদ্রুপ নিলাম খরিদ দ্বারা প্রজাস্বত্বের কোন প্রকার ক্ষতি হয় নাই ও প্রজাস্বত্ব লোপ পায় নাই কিংবা প্রজাগণকে তৌজি নিলাম সংক্রান্ত মোকদ্দমায় পক্ষ করা হয় নাই। বি,টি এ্যাক্টের বিধান অনুযায়ী প্রজাগণ কর্তৃক নতুন মালিক স্বীকার করিয়া নামজারী করিয়া নেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল এবং সেই কারনেই তৎকালিন ত্রিপুরা খাস মহল নিলাম খরিদ তৌজি বাবদ জমিদারী স্বত্ব স্বীকার করিয়া খাজনা দেওয়ার জন্য নামজারী করিয়া নেওয়ার জন্য প্রজ্ঞাপন জারী পূর্বক নির্দেশ দিলে বাদীগণের পূর্ববর্তী তাহাদের প্রজাস্বত্বে দখলীয় নালিশী নিম্ন তপছিল ভূমি বাবদ সহকারী সেরেস্তায় তথা নতুন জমিদার অধীনে প্রজাস্বত্ব জারী করিয়া পাওয়ার নিমিত্তে আবেদন করিলে এবং

আইনানুগ মতে সরজমিনে তদন্ত হইয়া ১-৩নং বাদীগণের নামে এবং অন্যান্য বাদীগণের পূর্ববর্তীদের নামে ২০২ খতিয়া উল্লেখ জমা বন্দী করিয়া তাহা অনুমোদন করতঃ বাদী পক্ষকে প্রজা স্বীকারে ২০২নং খতিয়ান উল্লেখ নিয়মিত খাজনাদি গ্রহণ করা হয়।

ইদানিং দেশব্যাপী নব্য জরিপ শুরু হয়। নালিশী মৌজায় মাঠ জরিপ হওয়ার সময় প্রকাশ পায় বাদীগণের দখলীয় নালিশী ভূমি বাবদ জমাবন্দী অনুযায়ী পৃথক ২০২ নং খতিয়ান না হইয়া বাদীগণ এর অজ্ঞাত ও অগোচরে সি,এস, জরিপী ২০২ নং খতিয়ান ভূক্ত ১৬(ষোল) আনা ভূমি উপরস্থ মালিক সরকারের নামে এস,এ ১নং খাস খতিয়ানে রেকর্ড হইয়াছে। ফলে জরিপ কারক কর্মচারীগণ বাদীগণ অনুকুলে তাহাদের মালিকী দখলীয় নালিশী ভূমি বাবদ পৃথক খতিয়ান করিতে আনিয়া প্রকাশ করে। তদাবস্থায় বাদীগণ নিরুপায় হইয়া ১৯৫৩-৫৪ খ্রিঃ সনের ৯৮৯ নং সেটেলমেন্ট কেইস মুলে জমাবন্দী অনুযায়ী বাদীগণ অনুকুলে সরকার অধীনে পৃথক খতিয়ান খোলার জন্য ২নং বিবাদী অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সমীপে আবেদন করিলে ১৯৮৮-৮৯ খ্রিঃ সনের ৩২ নং বিবিধ মামলা রুজু হয়। উক্ত মামলায় স্থানীয় তহশিলদার ও কানুনগো কর্তৃক সরজমিনে তদন্ত করিয়া ও কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া বাদীগণের স্বত্ব দখল থাকা স্বীকারে প্রতিবেদন দেওয়া স্বত্বে ও ২নং বিবাদী তাহার ক্ষমতা বহির্ভূত উল্লেখে দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ প্রদান করতঃ বিগত ২৬/১১/৯০ খ্রিঃ তারিখে রায় প্রদান করেন। রায় মতে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বাদীপক্ষ প্রবীন ও বয়োবৃদ্ধি আইনজীবী বাবু বরদা প্রসন্ন মজুমদার এর স্মরনাপন্ন হইলে তিনি সরল ভুল বশতঃ সি,এস, জরিপে ২০২ নং খতিয়ান ভূক্ত সকল শরীকানগণ নামে ১৯৫৩-৫৪ খ্রিঃ সনের ৯৮৯ নং সেটেলমেন্ট কেইসে পৃথক পৃথক জমাবন্দী ও খতিয়ান হওয়ার পৃথক পৃথক মোকদ্দমা না করিয়া

এবং আইননানুগ প্রতিকার প্রার্থনা না করিয়া মাননীয় সাবজজ আদালতে বিগত ২৩/৫/৯১ খ্রিঃ তারিখে ১৯৯১ সনের ২০ নং মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাদীপক্ষ পরবর্তীতে অন্য আইনজীবীর স্মরনাপন্ন হইয়া জানিতে পারে যে, পৃথক পৃথক টেনেন্সী হেতু পৃথক পৃথক মোকদ্দমা না করিয়া কালেকটিভ মোকদ্দমা করায় মোকদ্দমা আইনতঃ অচল। তদাবস্থায় বাদীপক্ষ উক্ত মোকদ্দমা প্রত্যাহার করিয়া আইনানুগ প্রতিকার প্রার্থনায় অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিতে বাধ্য হইয়াছে। বাদী পক্ষ আইনতঃ ও ন্যায়তঃ তাহাদের দখলীয় নালিশী ভুমি বাবদ বাদীগণ অনুকুলে রায়তী স্বত্বের ঘোষণা পাইতে হকদার বটে।

অত্র মোকদ্দমায় ২নং বিবাদী লিখিত বর্ণনা দাখিলক্রমে বলেন যে, বাদীপক্ষের অত্র মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ নাই, বাদীপক্ষের মোকদ্দমাটি তামাদিতে বারিত, ১৯৫০ সনের জমিদারীর উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ১৪৪ বি (১) ও (২) ধারার বিধান মতে বাদীপক্ষের দায়েরকৃত মোকদ্দমাটি অচল এবং বর্তমান আকারে ও প্রকারে মোকদ্দমাটি রক্ষনীয় নহে ইত্যাদি।

২নং বিবাদী পক্ষের লিখিত বর্ণনা বিবরণ সংক্ষেপে এই যে, নালিশী সম্পত্তি ২৬/৬/১৯৫০ খ্রিঃ তারিখে বকেয়া খাজনার দায়ে প্রকাশ্য নিলাম খরিদের মাধ্যমে মালিক দখলকার থাকাবস্থায় ১৯৫৬ হইতে ১৯৬৩ সন পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত এস,এ, জরিপে উক্ত সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি হিসাবে সরকারের অনুকুলে ঐ মৌজার ১নং খাস খতিয়ানে সঠিক ও শুদ্ধ ভাবে খতিয়ান প্রস্তুত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। নালিশী ৭.২৪ এর ভূমি সরকারী খাস ভূমি হিসাবে তৎকালীন বিধান অনুযায়ী ঐ এলাকায় জনসাধারনের নিকট হইতে দরখাস্ত আহবান করা হইলে বাদীগণের পূর্ব পুরুষ নালিশী ভূমি বন্দোবস্ত পাওয়ার আবেদন করে। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিত ৯৮৯/৫৩-৫৪ নং বন্দোবস্ত মামলার সূত্রপাত হয়। উক্ত

৯৮৯/৫৩-৫৪ নং বন্দোবস্ত মামলার তৎকালিন কালেক্টর বাহাদুর ত্রিপুরা নামঞ্জুর করেন। যাহার ফলে নালিশী সম্পত্তি পুনরায় সরকারী সম্পত্তি হিসাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণ এ রহিয়াছে। বিগত ২৬/৬/৫০ খ্রিঃ তারিখে ১৩৬ তৌজি ভূক্ত সি,এস, ২০২ নং খতিয়ানের মধ্যে স্বত্ব খরিদ করা হয় নাই। সরকার ঐ তারিখে নিলাম স্বত্ব খরিদ করিয়াছে বিধায় প্রজাস্বত্ব লোপ পাইয়াছে এবং এস,এ, জরিপে সরকারের নামে রেকর্ড হইয়াছে। নালিশী সম্পত্তি তথাকথিত ৯৮৯/৫৩-৫৪নং বন্দোবস্ত মামলার অজুহাতে বাদীপক্ষের পূর্ববর্তীগণ তাহাদের অনুকুলে রেকর্ড সংশোধনের জন্য আবেদন করিলে ৩২/৮৮-৮৯ নং বিবিধ রেকর্ড সংশোধন মামলার সুত্রপাত হইয়াছিল উক্ত মামলায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) চাদঁপুর এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) চাদঁপুর কাগজ পত্র পর্যালোচনা করিয়া পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বাদীগণের আবেদন প্রত্যাখান করেন।

বাদীগণের আর্জির বর্ণিত মতে বাদী গং ১৯৫৩-৫৪ ইং সনের ৯৮৯ নং সেটেলমেন্ট কেইস মূলে নালিশী ভূমি প্রাপ্ত হওয়ায় মর্মে উল্লেখ করিয়াছে। যেহেতু ৯৮৯/৫৩-৫৪ নং সেটেলমেন্ট কেইস বাতিল করা হইয়াছে তাই উক্ত দাবী অযৌক্তিক। তাছাড়া বাদীগণ বন্দোবস্ত মূলে দখলে থাকিলে তাহাদের নাম এস,এ, খতিয়ানে রেকর্ড না হওয়ার কোন কারণ ছিল না। তাছাড়া বাদীগণের নাম এস, এ, খতিয়ানে রেকর্ড না হওয়ার কারণ বাদীগণ আর্জিতে উল্লেখ করে নাই। বাদীগণের আর্জির বর্ণিত ৯৮৯/ ৫৩-৫৪ নং সেটেলমেন্ট কেইস মিথ্যা ও যোগসাজসী, উহা কদাপি এ্যাক্টেড আপন হয় নাই। বাদীগণ ৯৮৯/৫৩-৫৪ নং সেটেলমেন্ট কেইস কার্য্যকরী করার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। বাদীগণ প্রজাস্বত্ব আইনের ১৯(১),১৯(২)৫০,১৪৩(ক) ধারা মতে রেকর্ড সংশোধন করার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় বাদীগণের দাবী তামাদিতে বারিত। বাদী বর্তমান জরিপে ও নালিশী

ভূমি রীতিমত সরকারের নামে রেকর্ড হইয়াছে। চাঁদপুর জেলায় জরীপ কার্য্য পরিচালনার জন্য গত ২২/৭৭/৮৫ খ্রিঃ তারিখে ১০২/৮৫/৩৮৫/(২) নং সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। অত্র মামলার বাদীগণ সহ সর্বমোট ১৩১ ব্যাক্তি বাদী হইয়া এস,এ, রেকর্ড সংশোধনের জন্য আদালতে ২০/৯১ নং স্বত্ব মোকদ্দমা দায়ের করেন এবং এই বিবাদী লিখিত বর্ননা দাখিল করিলে উক্ত ২০/৯১ নং মোকদ্দমাটি পুনঃ দাখিলের শর্ত উঠাইয়া নেয় এবং অত্র মোকদ্দমাটি দায়ের করেন, এই বিবাদী-বাদী পক্ষকে প্রজা স্বীকার কোন দিন বাদী পক্ষের নিকট হইতে খাজনা আদায় করেন নাই। এস, এ, খতিয়ান সরকার এর নামে শুদ্ধ ভাবে রেকর্ড হইয়াছে। বাদীপক্ষের মোকদ্দমাটি তামাদিতে বারিত। উল্লেখিত অবস্থাধীনে বাদী পক্ষের দায়ের কৃত মোকদ্দমাটি খরচা সহ খারিজ হইবে।

বাদীপক্ষ তাঁহাদের মোকদ্দমা প্রমাণের জন্য ৩(তিন) জন মৌখিক সাক্ষী এবং যে সকল দালিলিক সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করেন তাহা ‘‘প্রদর্শনী ১-১০’’ ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়। অন্য দিকে বিবাদী পক্ষে তাহাদের মোকদ্দমা প্রমাণের জন্য ১(এক)জন মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষা করিলেও কোন দালিলিক সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করেন নাই। অতঃপর বিজ্ঞ বিচারিক আদালত আর্জি-জবাব, মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য বিচার বিশ্লেষণ, বিজ্ঞ আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক শ্রবণ পূর্বক বাদীপক্ষের মোকদ্দমা তামাদিতে বারিত এবং নালিশী ভূমির বায়েতী স্বত্ব প্রমাণ করিতে পারেন নাই বিধায় মোকদ্দমাটি অচল মর্মে খারিজের রায় ও ডিক্রি প্রদান করেন। অতএব উক্ত রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ও অসন্তোষ্ট হইয়া বাদীপক্ষগণ আপীলকারী পক্ষ হিসাবে অত্র আপীল দায়ের করেন।

আপীলটি শুনানীকালে আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব ইদ্রিস খান সঙ্গে বিজ্ঞ আইনজীবী মোঃ খুরশিদ আলম খান আপীলকারী পক্ষে তাহাদের নিম্ন

আদালতের আর্জির সমর্থনে নিবেদন করেন যে, বাদী-আপীলকারীগণের পূর্বসূরী জালাল উদ্দিন ভূঁইয়া, রুহুল আমিন ভূঁইয়া এবং নুরুজ্জামান ভূঁইয়া গং নিম্ন হাওলা স্বত্বে দখলকার থাকা আবস্থায় বকেয়া খাজনার দায়ে নিলামে উঠিলে তৎকালিন পূর্ব পাকিস্থান সরকার ২৬/৬/১৯৫০ খ্রিঃ সালে নিলাম খরিদ করেন। অতপর নিম্ন হাওলা স্বত্বে দখলকারদের নালিশী ভূমি বন্দোবস্ত নেওয়ার ঘোষণা দিলে নিম্ন হাওলার স্বত্ব দখলকার জালালউদ্দিন ভূঁইয়া, রুহুল আমিন ভূঁইয়া এবং নুরুজ্জামান ভূইয়ার ওয়ারিশ আরো সহ আরো অনেকে বন্দোবস্ত পাওয়ার নিমিত্তে আবেদন করিলে তাহা বন্দোবস্ত ৯৮৯/১৯৫৩-৫৪ নং কেইস হিসাবে নিবন্ধিত হয় এবং ১০/১১/১৯৫৬ খ্রিঃ তারিখে তাহা অনুমোদন হইলে বাদী-আপীলকারীগণের পূর্বসূরীদের নিকট হইতে ভিন্ন জোত খুলিয়া ১৩৬৫- ১৩৯৩ বাংলা সাল পর্যন্ত খাজনা গ্রহণ করিয়াছেন এবং নালিশী ভূমিতে আপীলকারী-বাদীগণ বাড়ী,ঘর নির্মাণ, পুকুর খনন এবং চাষবাদ করিয়া ৬০বৎসর উর্ধেকাল অন্যের নিরাপদে ভোগ দখল করিতেছেন। মাঠ জরিপ কালে আপীলকারীগণ জানিতে পারেন যে, নালিশী সি, এস, ২০২ নং খতিয়ান ভুক্ত জমি এস, এ, রেকর্ডে পূর্ব পাকিস্থান সরকার এর নামে রেকর্ড হইয়াছে, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে আপীলকারী-বাদীগণের পূর্বসূরীদের উল্লেখিত বন্দোবস্ত কেইস মূলে ২নং প্রতিবাদী-বিবাদী বরাবরে পৃথক খতিয়ান খোলার নিমিত্তে ৩২/১৯৮৮-৮৯ নং বিবিধ মামলা দায়ের করিলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তদন্ত প্রতিবেদন উপেক্ষা করিয়া পৃথক খতিয়ান খোলার নিমিত্তে দায়েরকৃত বিবিধ মামলা খারিজ পূর্বক দেওয়ানী আদলতে আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দিলে বাদী-আপীলকারীগণ দেওয়ানী আদালতের স্মরণাপন্ন হন। কিন্তু বিজ্ঞ বিচারিক আদালত, বাদী-আপীলকারীদের মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য পর্যালোচনা পূর্বক তাহা বিচার বিশ্লেষণ সহ মূল্যায়ন করিতে ব্যর্থ

হইয়া ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক তর্কিত রায় প্রদান করিয়াছেন, যাহা রদ ও রহিত যোগ্য এবং আপীলটি মঞ্জুর এর প্রার্থনা করেন।

অন্যদিকে, প্রতিবাদী-বিবাদী পক্ষগণের পক্ষে বিজ্ঞ ডিপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল বাবু এস,এস, সরকার প্রতিবাদী-বিবাদীপক্ষের লিখিত জবাব এবং বিচারিক আদালতের রায় ডিক্রি সমর্থনে নিবেদন করেন যে, স্বীকৃত মতে নালিশী ভূমি বকেয়া খাজনার দায়ে নিলাম হইয়াছে এবং এস, এ জরিপে নালিশী ভূমি খাস খতিয়ানে রেকর্ড হইয়াছে। আপীলকারী-বাদীদের মোকদ্দমা যেমন তামাদিতে বারিত, তেমন যেহেতু এস,এ রেকর্ড ১নং খাস খতিয়ানে রেকর্ডকৃত সেহেতু তাহারা দখল স্বত্ব প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে তাই আপীলকারী-বাদীগণের মোকদ্দমা চলিতে পারে না মর্মে বিচারিক আদালত যে রায় ও ডিক্রি প্রদান করিয়াছেন যাহা যথাযথ বিশ্লেষণ ধর্মী এবং আইননানুগ বিধায় তাহাতে হস্তক্ষেপ করার কোন যুক্তি সঙ্গত হেতুবাদ বিদ্যমান না থাকায় আপীলটি খারিজ যোগ্য।

আপীলটি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আমাদের সামনে বিচার্য্য বিষয় হইতেছেঃ-

১। বিচারিক আদালতের রায় ডিক্রি ন্যায়তঃ ও আইনতঃ রক্ষণীয় কি না এবং আপীলকারীগণ কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি না?

প্রথমে আমরা বাদী-আপীলকারীপক্ষে মৌখিক এবং দালিলিক সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিব বাদী-আপীলকারীপক্ষে ১নং সাক্ষী হিসাবে ৭ নং বাদী সকল বাদী পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন তিনি যে জবানবন্দী প্রদান করেন তাহাঁর সংক্ষিপ্ত রুপ এই যে, নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক ছিল আজিজুল্লাহ খাঁ গং এবং তাহার নামে সি, এস, ২০২ খতিয়ান হইয়াছে। যাহার কপি 'প্রদর্শনী-১' হিসাবে দাখিল হইয়াছে। আজিজুল্লাহ খাঁ গং এর অধিনে রায়তী স্বত্বে দখলকার ছিলেন জালাল উদ্দিন ভূঁইয়া, রুহুল আমিন ভূঁইয়া এবং নুরুজ্জামান ভূঁইয়া এবং তাহাদের ওয়ারিশগণ দখলকার থাকায় ১৩৬ নং

তৌজি নিলাম হয় বকেয়া রাজস্বের জন্য। ২৬/৬/৫০ তারিখ পূর্বপাকিস্থান সরকার নিলাম খরিদ করে। নালিশী সম্পত্তিতে তাহারা দখলে আছে। তাহাদের নিকট হইতে ২৩/৩/৫৪ খ্রিঃ তারিখে দরখাস্ত আহব্বান করিয়াছে। শেষ আদেশের কপি 'প্রদর্শনী নং-২' হিসাবে দাখিল হইয়াছে। পৃথক পৃথক বন্দোবস্ত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে ৪/৯/৫৬ ইং তারিখে তদন্ত হইয়াছিল এবং তদন্তের রিপোর্ট দেয় কানুনগো। সেই রিপোর্ট এর প্রেক্ষিতে ১০-১১-৫৬ ইং তারিখে ৮নং আদেশে তাহাদের অনুকুলে বন্দোবস্ত চূড়ান্ত করে। আদেশের কপি 'প্রদর্শনী-৩', হিসাবে দাখিল আছে। এই আদেশ গুলি ১৯৫৩-৫৪খ্রিঃ সালের ৯৮৯নং সেটেলমেন্ট কেইসে হইয়াছিল।

তাহাদের পূর্ববর্তী ২৮/১/৫৮ ইং তারিখে চালানের মাধ্যামে সেলামী টাকা জমা দেয়। চালানের কপি 'প্রদর্শনী-৪' হিসাবে দাখিল আছে। সেই মতে তাহাদের পূর্ববর্তীদের নামে জমাবন্দী খোলা হয়, যাহার সই মুহুরী নকল 'প্রদর্শনী -৫' হিসাবে দাখিল আছে।

জমাবন্দী অনুযায়ী সরকারী কর্তৃপক্ষ তাহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করে। ১৩৮৮ বাংলা সাল পর্যন্ত দাখিলা প্রদান করিয়াছেন। খাজনার ২টা দাখিলা 'প্রদর্শনী -৬'৬(ক) হিসাবে দাখিল আছে।

এই দেশে হাল জরিপ শুরু হইলে জরিপ কর্মচারীগণ তাহদের জানান যে, নালিশী সম্পত্তি ১নং খাস খতিয়ানে সরকারের নাম হইয়াছে। তারপরে ২৮/৪/৮৩ খ্রিঃ তারিখে ১নং খাস খতিয়ানের উঠান যাহা কপি 'প্রদর্শনী-৭' হিসাবে দাখিল আছে।

তারপর তাহারা সংশোধনের জন্য এ,ডি,সি, বরাবরে দরখাস্ত দেয় ১৮/৬/৮৯ খ্রিঃ তারিখে যাহা মিস কেইস ৩২/১৯৮৮-৮৯ হিসাবে নিবন্ধন হয়।

সেই দরখাস্ত অনুযায়ী এ,ডি,সি সাহেব এ,সি, ল্যান্ড এর উপর তদন্তের নির্দেশ দেন। সেই তদন্ত প্রতিবেদনে তাহাদের অনুকলীয় ৫৩-৫৪খ্রিঃ সালের ৯৮৯ নং

সেটেলমেন্ট কেইস এর বন্দোবস্ত মূলে পৃথক পৃথক জমাবন্দীর কথা উল্লেখ করেন। কানুনগো ও এ, সি, ল্যান্ড এর সেই ১১/৭/৮৯ খ্রিঃ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদনের কপি 'প্রদর্শনী -৮' হিসাবে দাখিল আছে।

সেই প্রতিবেদনে পরে ২৬/১১/৯০ ইং তারিখে এ,ডি, সি, (রেভি) জানান যে, এস, এ, জরিপে খতিয়ান সংশোধনের এখতিয়ার তাহার নাই তাই আদালতের আশ্রয় নিতে বলেন। এ, ডি,সি, (রেভি) এর ২৬/১১/৯০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ 'প্রদর্শনী-৯' হিসাবে দাখিল আছে। পদ্ধতিগত ভূলের জন্য দেওয়ানী ২০/১৯৯১ নং মোকদ্দমা প্রত্যাহার করিয়া বর্তমান মোকদ্দমা দায়ের করেন। প্রত্যাহরের অদেশ 'প্রদর্শনী-১০' হিসাবে দাখিল আছে। নালিশী সম্পত্তিতে তাহারা পূর্ব পুরুষানুক্রমে স্বপরিবারে বসবাস করিয়া আসিতেছে। তাহারা বংশানুক্রমে নালিশী জমি বসবাস করিতেছেন। তাহারা সরকারের অধিনে প্রজা। তাহাঁরা নালিশী সম্পত্তির রায়তী স্বত্বের ঘোষণা চাহিয়াছেন। এই সাক্ষী মূলত দালিলিক সাক্ষ্য/ প্রদর্শনীর সমর্থনে জবানবন্দী দিয়াছে। প্রতিবাদী-বিবাদীপক্ষ জেরায় এই সকল দলিলপত্র প্রদর্শনীর বিপরীতে কোন ভিন্ন কিছূ উদঘাটন করিতে পারেন নাই। যদিও প্রদর্শনী সমূহের মধ্যে ৫,৬,৬(ক) ব্যাতীত অন্যান্য প্রদর্শনী সমূহ ফটোকপি। কিন্তু উল্লেখ্য যে, মূল প্রদর্শনী সমূহ দেওয়ানী ৯/১৯৯৩ নং মোকদ্দমায় তথা প্রথম আপীল ২৬/১৯৯৫ এ দাখিল আছে এবং আরো উল্লেখ্য যে এই আপীলটি প্রথম আপীল নং ২৬/১৯৯৫ এর সঙ্গে একত্রে শুনানী হইয়াছে।

আপীলকারী-বাদীপক্ষে ২নং সাক্ষী, মোহর আলী হাওলাদার, পিতা মৃত- হাজি ফজর আলী হাওলাদার বয়স ৭৫ বৎসর তাঁহার জবান বন্দীতে বলেন তিনি অত্র মামলার বাদীদেরকেও নালিশী জমি চিনেন। নালিশী জমিতে বাদীগণ বসত বাড়ী নির্মাণ

ক্রমে পূর্ব পুরুষানুক্রমে বসবাস করিতেছেন। নালিশী জমিতে বাদীদের বসত বাড়ী, পুকুর আছে। এবং দিঘি আছে ৫টা। সরকার পক্ষ কোন দিন নালিশী জমি দখল করেন নাই।

এই সাক্ষী একজন নিরপেক্ষ সাক্ষী যিনি আপীলকারী-বাদীপক্ষের নালিশী জমিতে দখলের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন। আপীলকারী-প্রতিবাদী-বিবাদীপক্ষ জেরা করিলেও কোন অসংগতি আসে নাই।

আপীলকারী-বাদীপক্ষে ৩নং সাক্ষী মোঃ চান খাঁ, পিতা মৃত ফৌজদার খাঁ, বয়স ৭০, তাহাঁর জবানবন্দীতে বলেন, নালিশী জমি তাহাদের পাশ্ববর্তী এলাকার জমি ও বাদীগণ নালিশী জমিতে বাড়ী করিয়া থাকে এবং একই বাড়ীতে দুইটি বংশ খাঁ এবং ভূইয়া। বাদীগণ ৬০/৭০ বৎসর যাবৎ নালিশী জমি দখল করিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছেন। তিনি বাবা চাচাদের কাছে ও শুনিয়াছেন বাদীগণ দীর্ঘ দিন ধরিয়া ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন। নালিশী জমিতে পুকুর ও দিঘি আছে। সরকার কোন দিন নালিশী জমি দখল করেন নাই।

এই সাক্ষী ও আপীলকারী-বাদীদের দখলের বিষয় নিশ্চিত করেন। প্রতিবাদী-বিবাদীপক্ষে জেরা করিলেও কোন বিতর্কিত বিষয় উদঘাটিত হয় নাই।

প্রতিবাদী-বিবাদীপক্ষে ডি,ডাব্লিউ-১, হিসাবে কল্যানপুর ভূমি অফিসের তহশীলদার শামসুল আলম সর্দার তাহার জবানবন্দীতে বলেন, তিনি ২নং বিবাদীরপক্ষে জবানবন্দী দিতেছেন। নালিশী জায়গার মালিক সরকার এবং সরকার নালিশী সম্পত্তি খাজনা বকেয়া দায়ে নিলাম হইলে নিলাম খরিদ করে ১৯৫০ খ্রিঃ সনে। সরকার নিলাম খরিদের পরে দরখাস্ত আহবান করে এলাকাবসীদের নিকট হইতে বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য। বাদীদের পূর্ববর্তীগণ নালিশী সম্পত্তি বন্দোবস্তের জন্য দরখাস্ত দিয়াছিলেন এবং সেটেলমেন্ট কেইস ৯৮৯ শুরু হয়। এবং বাদীদের পূর্ববর্তীদের বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য খাস মহল অফিসারের সুপারিশ করেন। তারিখ

মনে নাই অনুমান ৫৩-৫৪ সালে। খাস মহাল অফিসারের উপরের অফিসারদের কাছে আর যায় নাই এবং বাদীরা পরবর্তীতে আর পারসিউ করেন নাই। এস,এ খতিয়ানে সর্বকারের নামে হইয়াছে এবং ১নং খাস খতিয়ান নালিশী সম্পত্তি সরকারের নামে হইয়াছে। বাদীদের নামে কোন খতিয়ান হয় নাই। বাদীগণ এস, এ, খতিয়ান সরকারের ১নং খাস খতিয়ানে তাহা জানিতেন। এস, এ, খতিয়ান সংশোধনের জন্য সরকার সুযোগ দেওয়া সত্বে ও বাদীগণ এস,এ, রেকর্ড সংশোধন করেন নাই। নালিশী সম্পত্তি নিলাম খরিদের পরে সরকার দখল করিতেছেন। সত্য নহে যে, বাদীদের দখল আছে নালিশী সম্পত্তিতে বাদীদের মোকদ্দমা মিথ্যা।

তাহাঁর জেরায় তিনি বলেন, নালিশী সম্পত্তির নিলামের কোন কাগজ পত্র তিনি দেখেন নাই। সরকার নিলাম খরিদ করিয়া দখল পাইয়াছে নালিশী সম্পত্তিতে এমন কোন কাগজ নাই। ২নং রেজিস্টারে উল্লেখ আছে খাজনা যোগে দিয়াছেন নালিশী জায়গায় বসত বাড়ী,পুকুর,দিঘী আছে কিনা বলতের পারেন না। সরকার দখল করিতেছে সেই মর্মে খতিয়ান আছে। সরেজমিনে কে কিভাবে দখল করে তিনি বলিতে পারেন না।

আপীলকারী-বাদীপক্ষ হইতে তাহাদের মোকদ্দমা প্রমাণের জন্য যে সকল দালিলিক সাক্ষ্য প্রদর্শনী আকারে চিহ্নত হইয়াছে তাহা পর্যালোচনায় দেখা যায় যথাঃ-

‘প্রদর্শনী-১’ চাঁদপুর থানায় কল্যানাদি মৌজার সি, এস, ২০২নং খতিয়ানের একটি সই মহুরী পর্চ্চা। যেখানে মালিক হিসাবে আজিজ উল্লাহ গং এবং মানিক জান বিবির নাম এবং দখলদার হিসাবে অত্র বাদীদের পূর্বসূরী জালাল উদ্দিন ভূঁইয়া, রুহুল আমিন ভূঁইয়া, নুরুজ্জামান ভূঁইয়া সহ আরো ৯ জনের নাম রহিয়াছে এবং আপীলকারী-বাদীদের পূর্বসূরীদের নামে খতিয়ানের মোট জমির --------- অংশ লেখা আছে।

'প্রদর্শনী-২' যাহা Settlement case No 989 of 1953-54 এর ২৩/৩/৫৪ তারিখের আদেশ এর সই মহুরী নকল, যাহার শেষের অংশ " Area 50.66 Khatian No.202 of Mouza Kalyandi Under Chandpur Tahsil office,Tauzil No. 136.

"Issue general notice to be served on the locality by beat of drum inviting petitions from the intending candidates for filing petitioners for settlement of the above land"

'প্রদর্শনী-৩' যাহা settlement case No. 989 of 153-54এর ৪/৯/৫৬ এবং ১০/১১/৫৬ খ্রিঃ তারিখে ৭ ও ৮নং আদেশ। যেখানে শেষ অনুচ্ছেদে ১০/১১/৫৬ খ্রিঃ তারিখে ৮নং আদেশে লেখা আছে,

" The above proposal is approved as per Bd's No 7495 G.E.dt. 22/10/56. "

'প্রদর্শনী-৪' যাহা একটি চালানের কপি সেখানে সেলামী গ্রহণ করা হইয়াছে মর্মে দেখা যায়।

'প্রদর্শনী-৫' বাদীগণের পূর্ববর্তীদের নামে নতুন জমাবন্দীর সই মুহরী নকল।

'প্রদর্শনী- ৬' ৬(ক) যাহা খাজনার দাখিলা, যেখানে দেখা যায় বাদীগণের পূর্বসূরীরা কথিত ২০২ নং খতিয়ানে নতুন জমাবন্দীতে ৭.২৪ একর ভূমির খাতে বাংলা ১৩৭৯-১৩৮৮ সাল পর্যন্ত খাজনা পরিশোধ করিয়াছেন।

'প্রদর্শনী-৭ সিরিজ' বিবাদী-প্রতিবাদী সরকার এর নামে আর, এস,(হাল) জরিপের কপিসমূহ।

'প্রদর্শনী-৮' যাহা সহকারী কমিশনার (ভূমি), সদর উপজেলা চাঁদপুর এর কানুনগো কর্তৃক কল্যাণ্দি মৌজার ৯৮৯/৫৩-৫৪ নং বন্দোবস্ত কেইসের সংশ্লিষ্ট ভূমি প্রসঙ্গে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন। যাহা বিবিধ ৩২/৮৮-৮৯ মামলার চাহিদা অনুযায়ী সম্পন্ন হইয়াছিল। তদন্ত প্রতিবেদনটি তথ্য সম্বলিত এবং অত্র মোকদ্দমার ক্ষেত্রে এতই প্রাসঙ্গিক যে, আপীলটি নিষ্পত্তির সুবিধার্থে সম্পূর্ণ তদন্ত প্রতিবেদনটি নিম্নে হুবহু লিপিবদ্ধ হইল।

"মাননীয়,

সহকারী কমিশনার)(ভূমি) সদর,
উপজেলা,চাদঁপুর।

বিষয়ঃ- মৌজা কল্যানদির ৯৮৯/৫৩-৫৪ নং বন্দোবস্ত মোকদ্দমা সংশ্লিষ্ট ভূমি প্রসংগে।

দেখিলাম
স্বাঃ অস্পষ্ট
০৪/১০/৮৯
সহকারী
কমিশনার
ভূমি
সদর উপজেলা
চাঁদপুর
স্বাঃ অস্পষ্ট
১২/৯/৮৯
৩/১০/৮৯

সূত্রঃ- মহোদয়ের ২৯/৬/৮৯ ইং তারিখের আদেশ।
সূত্রে বর্ণিত আদেশের আলোকে কল্যাণদি মৌজার ৯৮৯/৫৩-৫৪ নং বন্দোবস্ত মোকদ্দমার সংশ্লিষ্ট ভূমির কাগজ পত্র পর্যালোচনা করার জন্য কল্যাণ পুর তহশীলের রেকর্ড পত্র যাচাই করিয়া দেখিলাম।

সদয় অবগতিও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য নিম্মে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়া হইলঃ-
১। মৌজা কল্যানদির ৫০.৬৬ শতাংশ ভুমি ৯৮৯/৫৩-৫৪ নং বন্দোবস্ত মোকদ্দমায় বিভিন্ন লোকের অনুকুলে বন্দোবস্ত প্রদানের কোন নথি অত্র কার্যালয় কিংবা তহশীল কার্যালয়ে পাওয়া যায় নাই। তহশীলের ১নং ও ২নং রেকর্ড ও রেজিস্টার যাচাই করিয়া দেখিলাম। এস,এ রেকর্ডে সংশ্লিষ্ট ভূমি ১নং খাস খতিয়ানে রেকর্ড পরিলক্ষিত হয় এবং তহশীলের ৮নং রেজিস্টারে ও ইহা লিপিবদ্ধ আছে। মন্তব্য কলামে দাগ ভূমি সমূহের ডান পার্শ্বে ৯৮৯/৫৩-৫৪ নং বন্দোবস্ত মোকদ্দমা উল্লেখে ৮নং রেজিস্টার হইতে ২নং রেজিস্টারের স্থানান্তর করা হইয়াছে বলিয়া রেজিস্টারে উল্লেখ রহিয়াছে। ২নং রেজিস্টার পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যথাক্রমে ২৬৬ নং জোত আঃ করিম গং ও অপর দুই ভ্রাতা পিং-মিয়া জান ভূইয়া নামে ৭.২৪(একর) শতাংশের জোত খুলিয়া ইহার সেলামী ২৮/১/৫৮ ইং তারিখ ৫৬ নং চালান যোগে

আদায় করা হইয়া এবং পরবর্তীতে নিয়মিত খাজনা ১৩৬৫ সন হইতে আদায় করা হইতেছে। ২৬৭ নং ক্রমিকে রুহুল আমিন ভূঞা গং পিং- আমিন উদ্দিন ভূঞা নামে ৭.২৪(একর) শতাংশের জোত খুলিয়া ৩০/১/৫৮ ইং তারিখ ১০০ নং চালান যোগে সেলামীর টাকা আদায় করা হইয়াছে। পরবর্তীতে ১৩৬৫ সন হইতে নিয়মিত খাজনা আদায় করা হইয়াছে। ২৬৮ নং ক্রমিকে গোলাম হোসেন ভূয়া গং পিং- মৃত মইন উদ্দিন ভূয়া নামে ৭.০৬ (একর) শতাংশ এক জোত খুলিয়া ২৯/১/৫৮ইং তারিখ ৫৯নং চালান যোগে সেলামীর টাকা আদায় করা হইয়াছে। পরবর্তীতে ১৩৬৫ সন হইতে নিয়মিত খাজনা আদায় করা হইতেছে। ২৬৯ নং ক্রমিকে আহাম্মদ উল্লাহ ভূঞা গং পিং-মৃত সাহাবউদ্দিন ভূঞা নামে ৭.২৩ (একর) শতাংশের জোত খুলিয়া ২৯/১/৫৮ ইং তারিখ ৬৭ নং চালান যোগে সেলামী আদায় করা হইয়াছে। পরবর্তীতে ১৩৬৫ সন হইতে নিয়মিত খাজনা আদায় করা হইতেছে। ২৭০ নং ক্রমিকে ছবর আলী ভূঞা গং পিং মৃত সোনা উল্লাহ ভূঞা হাজী নামে ৭.২৩ (একর) শতাংশের জোত করিয়া ২৯/১/৫৮ইং তারিখে ৫৮নং চালান যোগে সেলামীর টাকা আদায় করা হইয়াছে। পরবর্তীতে ১৩৬৫ সাল হইতে নিয়মিত খাজনা চলিতেছে। ২৭১নং ক্রমিকে ফজল হক খাঁ গং পিতাঃ মৃত আনর খাঁ নামে ৭.২৪(একর) শতাংশ জোত খুলিয়া ৩০-১-৫৮/২৯-৩-৫৯ ইং তারিখ ৯৯নং চালান যোগে সেলামী আদায় করা হইয়াছে। পরবর্তীতে ১৩৬৫ সন হইতে নিয়মিত খাজনা আদায় করা হইতেছে। ২৭২ নং ক্রমিকে ইব্রাহিম খানের এর পিং মৃত আজিম খাঁ নামে ৬.৭৬ (একর) শতাংশের জোত খূলিয়া ২৯-১-৫৮ইং/৪-৮-৫৯ ইং তারিখ ৬০নং চালান যোগে সেলামী আদায় করা হইয়াছে। পরবর্তীতে ১৩৬৫সন হইতে নিয়মিত খাজনা আদায় করা হইতেছে। ২৭৩নং ক্রমিকে ইব্রাহিম খাঁ পিং মৃত আজিম খাঁ নামে ১৮(একর) শতাংশের এক জোত খূলিয়া ২৯-১-৫৮ইং তারিখ ৫৭নং চালানে সেলামী আদায় করা হইয়াছে।

পরবর্তীতে ১৩৬৫ সন হইতে নিয়মিত খাজনা আদায় করা হইতেছে। ২৭৪ নং ক্রমিকে মোঃ এছহাক খাঁ পিং মৃত ইসমাইল খাঁ নামে .৪৮(একর) শতাংশের এক জোত খুলিয়া সেলামী আদায় করা হইয়াছে এবং পরবর্তীতে নিয়মিত খাজনা আদায় করা হইতেছে। সর্বসাকুল্যে দেখা যায় ৭.২৪ +৭.২৪ +৭.০৬ +৭.২৩ +৭.২৩+ ৭.২৪ +৬.৭৬ +.১৮ +.৪৮ = ৫০.৬৬ (একর) শতাংশের জন্য মোট নয়টি জোত খোলা হইয়াছে। ইহার বন্দোবস্ত সেলামী ও পরবর্তী খাজনা ১৩৬৫ সন হইতে ১৩৯৪ বাংলা সন পর্যন্ত আদায় করা হইয়াছে। বিগত এস, এ রেকর্ড চলাকালীন সময়ে বন্দোবস্ত আদেশ অনুমোদন হওয়ার পক্ষগণের নামে রেকর্ড করানো সুযোগ পায় নাই। এর পর নিয়মিত খাজনা আদায় চালু থাকায় তাহারা তাহাদের নামে খতিয়ান খুলার প্রয়োজন মনে করেন নাই। খাস ভূমি বন্দোবস্ত গ্রহণ এবং জমা খারিজ ক্রমে নতুন জোত খোলার সময় পক্ষগণের নামে রেকর্ড সংশোধনের নীতি মালা থাকিলেও এস্টেট একুইজিশনের প্রথম পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ ইহা প্রতিপালনের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব না দেওয়ায় রেকর্ড সংশোধন বিহীন অবস্থায় নতুন জোত খুলিয়া খাজনা আদায়ের প্রবণতা বিদ্যমান ছিল এহেন অবস্থায় অত্র মোকদ্দমায় পক্ষগণ ও তাহাঁদের নামে রেকর্ড সংশোধন করাইবার ব্যাপরে বিশেষ গুরুত্ব না দেওয়ায় এই জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে।

পক্ষগণের দাখিলীয় ৯৮৯/৫৩-৫৪ইং বন্দোবস্ত মোকদ্দমার হুকুম নামার সই মুহুরী নকল পর্যালোচনা করা হইল। সংশোধনী ভূমি পক্ষগণের পূর্ব পুরুষদের নামে মৌজা কল্যাণদির সেঃ মেঃ ২০২নং খতিয়ানে রোকর্ড ভূক্ত জোত ছিল, যাহা বাকী খাজনার জন্য খাস মহল হইতে সার্টিফিকেট মোকদ্দমায় নিলামে খাস করা হইয়াছিল। রাজস্ব বোর্ডের ৭৪৯৫ জি,ই তাং-২২/১০/৫৬ইং সনের সার্কুলার অনুযায়ী নিলাম খাস ভূমি বিগত ৫ (পাঁচ)বছর এর খাজনা সমতুল্য সেলামী ধার্য্য করিয়া খাস মহল

অফিসার ১০/১১/৫৬ ইং তারিখ বন্দোবস্ত প্রস্তাব মঞ্জুরী প্রদান করিয়াছেন। পক্ষগণ ও মঞ্জুরী আদেশ অনুযায়ী ধার্য্যকৃত সেলামী যথারীতি পরিশোধ ক্রমে খাজনাদি পরিশোধ করিয়া জমিতে দখলকার বলবত আছে।

আদেশ পত্র দ্রঃ
Sd/Illigible
অতিরিক্তজেলা
প্রশাসক (রা)
চাঁদপুর
Sd/Illigible
৫/১০/৮৯ ইং

এহেন অবস্থায় পক্ষগণ তাহাদের জোত অনুসারে পৃথক পৃথকভাবে রেকর্ড সংশোধন পাইতে পারেন।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়া হইল ।

অত্র সাথে ২নং রেজিস্টারের জোতের নকল দেওয়া হইল ও ১নং এস,এ খতিয়ানের নকল দেওয়া হইল।

স্বাক্ষর /-অস্পষ্ট
১৯-৭-৮৯
কানুনগো
সহকারী কমিশনার(ভূমি)
এর কার্যালয়
সদর উপজেলা চাঁদপুর।
মৌজা কল্যাণদি
এল,এল নং-২৯তৌজি নং-১৩৬”

অত্র তদন্ত প্রতিবেদনের সঙ্গে ৯ টি জোতের নকল দেওয়া হইয়াছে। অত্র আপীলের আপীলকারী-বাদীদের নামের জোতের নকল এর হুবহু বিবরণ নিম্ন রুপঃ-

“মৌজা- কল্যানদি, জে, এল নং ২১

তোজি নং ১৩৬

২নং রেজিস্টার বা তলব বাকী বহির নকল।

জোত নং ২৬৭। খতিয়ান নং ২০২। জমির পরিমাণ ৭.২৪ একর

কোন ক্ষমতা বলে জোত খোলা হইয়াছে।

সেটেলমেন্ট কেইস নং ৯৮৯/৫৩-৫৪।

নামঃ- ১। রুহুল আমিন ভূঁইয়া গং

পিতা- মৃত আমিন উদ্দিন ভূঁইয়া

২। আলী বক্স ভূঁইয়া গং

পিতা- মৃত জালাল উদ্দিন ভূঁইয়া

সাং- সুগন্দী-

দাগ নং	জমির পরিমাণ
৬০৮	.০৮
৬২৩	.৪৯
১০১৬	.০৯
৬৪৭	.৯৬
৬৫১	.৪৩
৬৩২	.৫২
৬০১	.০৮
৬৬৪	.৬০
৬০৮	১.৯৬
৬০৯	.৪৯
৬৫২	১.১৩
৬৫৩	.৩৮
৬১৮	.০৩
মোট	৭.২৪ একর।''

একটি বিষয়ে লক্ষণীয় 'প্রদর্শনী-৮' যাহা উল্লেখিত তদন্ত প্রতিবেদন। কিন্তু নথিদৃষ্টে দেখয়া যায় তদস্থলে বিবিধ ৩২/৮৮-৮৯ নং মামলার দরখাস্তটি 'প্রদর্শনী' হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে; যাহা কারণিক ভুল হিসাবে প্রতিয়মান।

উপরোক্ত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনায় স্বীকৃত যে, নালিশী ভূমি সি, এস ২০২নং খতিয়ানে ভুক্তি, যাহা খাজনা বকেয়ার দায়ে নিলাম হয় এবং প্রতিবাদী-বিবাদীপক্ষ উক্ত নিলাম খরিদ করেন, যদিও নিলাম খরিদের কোন কাগজপত্র আদালতে দাখিল করেন নাই। আরো স্বীকৃত যে, সি, এস ২০২নং খতিয়ানের মালিক প্রজা ছিলেন আজিজুল্লা গং এবং মানিক জান বিবি এবং দখলদার হিসাবে আপীলকারী-বাদীদের পূর্বসূরীর নাম ২,৩,৪ ক্রমিকে লিপিবদ্ধ আছে যাহা 'প্রদর্শনী-১' হইতে প্রতিয়মান। প্রদর্শনী-২,৩,৪,৫,৬ সিরিজ এবং ৮ পর্যালোচনায় দেখা যায় আপীলকারী-বাদী গং বন্দোবস্ত ৯৮৯/১৯৫৩-৫৪ নং কেইস এর যথাযথ অনুমোদন এর বরাতে সেলামী প্রদান পূর্বক আলাদা ২৬৭ নং জোত খুলিয়া ১৩৭৯-

১৩৮৮ বাংলা সাল পর্যন্ত খাজনা প্রদান পূর্বক চেক দাখিলা গ্রহণ করিয়াছেন। এই মোকদ্দমার ক্ষেত্রে সর্বশেষে তাৎপর্যপূর্ণ অতি মূল্যবান প্রাসঙ্গিক দলিল হইতে 'প্রদর্শনী-৮' যাহা ২নং প্রতিবাদী-বিবাদী বরাবরে আপীলকারী-বাদীদের রেকর্ড সংশোধনের নিমিত্তে দাখিলকৃত বিবিধ ৩২/৮৮-৮৯ নং মামলায় ৩নং প্রতিবাদী-বিবাদী বরাবরে তাঁহার অফিসের কানুনগোর তদন্ত প্রতিবেদন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনটি পূর্ণাঙ্গরুপে ইতপূর্বে অনুলিখন হইয়াছে মোকদ্দমার বিচার বিশ্লেণের সুবিধার্থে। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনটি এই মোকদ্দমার ক্ষেত্রে এটাই তাৎপর্য্যপূর্ণ যে তাহা কেবল আপীলকারী-বাদীদের মোকদ্দমা প্রমাণই করে নাই বরং প্রতিবাদী-বিবাদীদের নিজেদের কোন মোকদ্দমা নাই তাহাই প্রতিবাদী-বিবাদীরা লিখিতভাবে স্বীকার করিয়াছেন। আপীলকারী-বাদীদের মোকদ্দমাটি একটি রায়তী স্বত্ব প্রচারের মোকদ্দমা। স্বীকৃত মতে আপীলকারী-বাদীদের পূর্বসূরী সি,এস ২০২নং খতিয়ানে নালিশী ভূমির দখলদার ছিলেন। পরবর্তীতে খাজনা বকেয়ার দায়ে নিলাম হইলে প্রতিবাদী-বিবাদীপক্ষে নিলাম খরিদ করেন। কিন্তু নিলামের কোন কাগজপত্র, বয়নামা, দখল সার্টিফিকেট কিছুই প্রতিবাদী-বিবাদীপক্ষ দাখিল করিতে পারে নাই। তাহার অর্থ দাড়ায় প্রতিবাদী-বিবাদীপক্ষ নিলাম খরিদ করিলেও কার্যতঃ কোন দখল পান নাই এবং এ বিষয়টি আরো নিশ্চিত করে যখন প্রতিবাদী-বিবাদীপক্ষ আপীলকারী-বাদীদের নিকট হইতে ২৬৭ নং জোত খুলিয়া ১৩৬৫-১৩৯৩ বাংলা সাল পর্যন্ত খাজনা গ্রহণ করিয়াছেন এবং যখন 'প্রদর্শনী-৮' এর তদন্ত প্রতিবেদন উল্লেখ থাকে যে, "বিগত এস, এ রেকর্ড চলাকালীন সময়ে বন্দোবস্ত আদেশ অনুমোদন হওয়ায় পক্ষগণের নামে রেকর্ড করানো সুযোগ পায় নাই এর পর নিয়মিত খাজনা আদায় চালু থাকায় তাহারা তাহাদের নামে খতিয়ান খুলার প্রয়োজন মনে করেন নাই। খাস ভূমি বন্দোবস্ত গ্রহণ এবং জমা খারিজ ক্রমে নতুন জোত খোলার

সময় পক্ষগণের নামে রেকর্ড সংশোধনের নীতি মালা থাকিলেও এস্টেট একুইজিশনের প্রথম পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ ইহা প্রতিপালনের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব না দেওয়ায় রেকর্ড সংশোধন বিহীন অবস্থায় নতুন জোত খুলিয়া খাজনা আদায়ের প্রবণতা বিদ্যমান ছিল, এহেন অবস্থায় অত্র মোকদ্দমায় পক্ষগণ ও তাহাদের নামে রেকর্ড সংশোধন করাইবার ব্যাপরে বিশেষ গুরুত্ব না দেওয়ায় এই জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে।

পক্ষগণের দাখিলীয় ৯৮৯/৫৩-৫৪ইং বন্দোবস্ত মোকদ্দমার হুকুম নামার সই মুহুরী নকল পর্যালোচনা করা হইল। সংশোধনী ভূমি পক্ষগণের পূর্ব পুরুষদের নামে মৌজা কল্যাণদির সেঃ মেঃ ২০২নং খতিয়ানে রোকর্ড ভূক্ত জোত ছিল, যাহা বাকী খাজনার জন্য খাস মহল হইতে সার্টিফিকেট মোকদ্দমায় নিলামে খাস করা হইয়াছিল। রাজস্ব বোর্ডের ৭৪৯৫ জি,ই তাং-২২/১০/৫৬ইং সনের সার্কুলার অনুযায়ী নিলাম খাস ভূমি বিগত ৫ (পাঁচ)বছর এর খাজনা সমতুল্য সেলামী ধার্য্য করিয়া খাস মহল অফিসার ১০/১১/৫৬ ইং তারিখ বন্দোবস্ত প্রস্তাব মঞ্জুরী প্রদান করিয়াছেন। পক্ষগণ ও মঞ্জুরী আদেশ অনুযায়ী ধার্য্যকৃত সেলামী যথারীতি পরিশোধ ক্রমে খাজনাদি পরিশোধ করিয়া জমিতে দখলকার বলবত আছে।

এহেন অবস্থায় পক্ষগণ তাহাদের জোত অনুসারে পৃথক পৃথকভাবে রেকর্ড সংশোধন পাইতে পারেন''।

তদন্ত প্রতিবেদনে বক্তব্যের পরে ইহা সুস্পষ্ট প্রতিয়মান যে, আপীলকারী-বাদীদের নামে এস, এ জরিপ না হওয়ার বিষয়ে তাহারা যতটানা দায়ী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী হিসাবে তাঁহার চেয়ে প্রতিবাদী-বিবাদীপক্ষ বেশি দায়ী। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতিয়মান যে, উপরোক্ত প্রদর্শনী সমূহের আলোকে বিবাদী-প্রতিবাদীদের নামে এস, এ জরিপ হওয়ার কোন কারণ বিদ্যমান ছিল না, ভূল বসত

বা প্রতিবাদী-বিবাদীদের অসাবধানতার কারণে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্য এস,এ জরিপে বিবাদী-প্রতিবাদীদের নাম আসিয়াছে। অধিকন্তু,আপীলকারী-বাদীদের আর্জি, প্রতিবাদী-বিবাদীদের লিখিত জবাব এবং 'প্রদর্শনী-৮' বিচার বিশ্লেষণ করিলে মোকদ্দমাটির ভাগ্য আইনানুগ নির্ধারণ করা যায়, যাহা দিবালোকের মত সত্য। কিন্তু ২নং প্রতিবাদী-বিবাদী যেমন আপীলকারী-বাদীপক্ষের দাখিলকৃত বিবিধ ৩২/৮৮-৮৯নং মামলা বিচারের এখতিয়ার তাহাঁর নাই মর্মে সংশ্লিষ্ট আদালতে আশ্রয় নেওয়ার মত উপদেশ দিয়াছেন, তেমনই বিজ্ঞ বিচারিক আদালতও প্রতিবাদী-বিবাদীদের স্বীকৃত লিখিত বর্ণনা, মৌকিক সাক্ষী এবং তাহাঁদের তদন্ত প্রতিবেদন "প্রদর্শনী-৮" উপেক্ষা করিয়া আইনের জটিল মারপ্যাচে বাঙালিকে হাইকোর্ট দেখাইয়াছেন, যাহা স্বাভাবিক ন্যায় বিচারের চরম অবমূল্যায়ন বলিয়া পরিলক্ষিত। দাখিলকৃত দলিলপত্র/প্রদর্শনী সমূহের ধারবাহিকতায় আপীলকারী-বাদীপক্ষ সরকার প্রতিবাদী-বিবাদীপক্ষের অধিন্যাস্থ রায়ত স্বীকৃত, সেহেতু রায়তী স্বত্ব প্রচারের ডিক্রি পাইতে পারেন। যদি বাদীপক্ষের আর্জির সমর্থনে বিবাদীপক্ষের লিখিত জবাব, মৌখিক সাক্ষ্য এবং বিবাদীদের নির্দেশে তাহাদেরই অধীন্যাস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন যাহা বিনা প্রতিবাদে প্রদর্শনী আকারে চিহ্নিত হয় এবং যেখানে বাদীর মোকদ্দমা স্বীকার করা হয়, সেখানে বাদীর মোকদ্দমা প্রমাণিত বলিয়া গন্য করা যায়। কিন্তু বিজ্ঞ বিচারিক আদালত নথিতে আপীলকারী-বাদীদের পক্ষে এত শক্তিশালী যুক্তি নির্ভর দলিলপত্র বিশেষ করিয়া 'প্রদর্শনী-৮' যাহা ২-৩ নং প্রতিবাদী-বিবাদীদের নির্দেশে তাহাদেরই অধীন্যাস্ত একজন সরকারী কানুনগো কর্তৃক সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ পূর্বক একটি প্রতিবেদন তাহা উপেক্ষ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়া যে রায় ও ডিক্রি প্রদান করিয়াছেন তাহা রক্ষনীয় নহে বিধায় হস্তক্ষেপ যোগ্য।

অতএব,

ফলাফল,উপরোক্ত আলোচনা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের আলোকে অত্র আপীলটি গুনাগুনের উপর মঞ্জুর যোগ্য বিধায় বিনা খরচায় আপীলটি মঞ্জুর করা হইল এবং চাঁদপুরের প্রথম সাব জজ বর্তমানে যুগ্ম জেলা জজ আদালতের দেওয়ানী ১০/১৯৯৩ নং মোকদ্দমায় প্রচারিত ১২/১০/১৯৯৪খ্রিঃ তারিখের খারিজের রায় ও ডিক্রি রদ ও রহিত পূর্বক আপীলকারী-বাদীদের প্রার্থীতমতে মোকদ্দমায় ডিক্রি দেওয়া হইল এবং নালিশী ভূমিতে বাদীদের রায়তী স্বত্ব আছে মর্মে ঘোষিত হইল।

রায়ের কপিসহ নিম্ন আদালতের নথি অতিসত্বর ফেরত পাঠানো হউক।

বিচারপতি শরীফ উদ্দিন চাকলাদারঃ

আমি একমত।